পিকনিক
কাহিনী রমাপদ চৌধুরী • চিত্রনাট্য • পরিচালনা ইন্দর সেন • সংগীত সুধীন দাশগুপ্ত

ইকান্স ফিল্মসের দ্বিতীয় নিবেদন

কাহিনী

কাহিনী : **রমাপদ চৌধুরী**

চিত্রনাট্য-পরিচালনা : **ইন্দর সেন**

সংগীত : **সুধীন দাশগুপ্ত**

সহ-প্রযোজনা : স্বপ্না রায়চৌধুরী
চিত্রগ্রহণ : শৈলজা চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশ : অমিতাভ বর্দ্ধন
সম্পাদনা : অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য
প্রধান ব্যবস্থাপক : দীপাংশু দেব
সহকারী : দীপক দে
শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরাণী, অনিল তালুকদার
প্রধান কর্মসচিব : শ্যামল বোস,
কানাইলাল ভট্টাচার্য্য
তত্ত্বাবধান : প্রণব গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়
সংগীত-গ্রহণ : বি, আর, সিরলি, সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

কণ্ঠসংগীতে : মান্না দে, আশা ভোঁসলে
গীতিকার : সুধীন দাশগুপ্ত,
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র
স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা
পরিচ্ছলিখন : বিজলী প্রেস (সালকিয়া)
প্রচার-কার্য্যে : নির্মল রায়॥ ব্লক কনসার্ন
এস, কে, পাবলিসিটি
ব্যবস্থাপনা : নিতাই সরকার
বাহু বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসজ্জা : দেবী হালদার, নিতাই সরকার

॥ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্য গৃহীত এবং ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ-এ গৌরী মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত॥

রসায়নাগারে সহযোগী : অজিত রায়, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডী শীল, পিতাম্বর দাস, পাঁচু সরকার
আলোক সম্পাতে : হেমন্ত কুমার দাস, সুধরঞ্জন দত্ত, মনোরঞ্জন দত্ত, দেবেন্দ্র নাথ দাস, বিনয় ঘোষ, মগরু কুর্মী, ক্যামেরায়—দশরথ বিশাল, বুমমান : মাণিক দে॥ বহির্দৃশ্যে আলোকসম্পাত : তপন সেন, নবকিশোর বেহেরা, রাম নায়েক, হটো জানা, মতিকাল॥ সেটিং : পণ্টু দেবশর্ম্মা, কেশব পাত্র

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : পঙ্কজ ঘোষ, সমর মুখোপাধ্যায়॥ সংগীতে : পরিমল দাশগুপ্ত, অশোক রায়॥ শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ, নিতাই জানা॥ শিল্প-নির্দ্দেশে : অনিল দে॥ চিত্রগ্রহণে : জয় প্রকাশ মিত্র, দীপক দাস, কানাই দাস॥ সম্পাদনায় : বাহুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়॥ ব্যবস্থাপনা : পতিরাম মণ্ডল, কার্তিক দাস
রূপসজ্জা : বিলু রাণা॥ সাজসজ্জা : সরযুলাল॥ শব্দপুনর্যোজনা : বলরাম বারুই
প্রচারে : বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

মৃণাল সেন, জয়ন্ত রায়চৌধুরী, বাচ্চু ঘোষ (ধানবাদ), দীপক দেব, শ্রীমতি শীলা ভঞ্জ, শ্রীমতি আরতি বসু, মনোরঞ্জন মণ্ডল, বিনয় ঘোষ, সুরেন চক্রবর্তী, মান্না দে, সোমনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীমতি অসীমা দেব, শ্রীমতি অনিমা দেব, প্রবীর রায়
করিরা ওয়াটার বোর্ড (ধানবাদ) টেক্‌নীক্যাল অফিসার ইনচার্জ, ডাইরেক্টর অব ফিসারিজ (জুনজুট)
দি সিমেন্টেশন কোং লিমিটেড, ক্যালকাটা জুগার্ডেনস্॥ কিমওয়া

প্রযোজনা : **ইকান্স ফিল্মস্**॥ বিশ্ব-পরিবেশনা : **সীমা ফিল্মস্**

: অভিনয়ে :

অর্চনা গুপ্ত, দ্যুতিমান চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী রায়, রঞ্জিৎ মল্লিক, আরতি ভট্টাচার্য্য, সমিত ভঞ্জ, চিন্ময় রায়, সাধনা রায়চৌধুরী, গীতা প্রধান, মলয় চক্রবর্তী, ঝুমা মুখোপাধ্যায়, তুষার মজুমদার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (আদিক গোষ্ঠী), সুলেখা রায়, উমা গুহ, মৌ রায়, আশু সেনগুপ্ত, পণ্টু দেবশর্মা।

কাহিনী

ভাললাগা থেকেই ভালবাসার জন্ম।

কোথা দিয়ে কেমন করে যে পরিচয়ের শৃংখল এসে মনের সমস্ত কামনা-গুলোকে বেঁধে ফেলে তা কেউ জানেনা—তবুও বাঁধা পড়ে। না হ'লে দীপক আর রাখী, অতীশ আর ইতুর যোগাযোগ কেমন করে হোলো।

রাখীর সংগে দীপকের আলাপ হয়, যখন সে তার অফিসে আসে চ্যারিটির টিকিট বিক্রী করতে অন্য একটি মহিলার সংগে। তারপরে একদিন বাস স্ট্যাণ্ডে। ইতু আর নন্দিতা রাখীর আর দুটি বন্ধু—যারা রক্ষণশীল পরিবারের ছুৎমার্গ কাটিয়ে বাইরে মেলামেশা করতে পারেনা।

কিন্তু তবুও ওরা ঠিক করে একদিন কোন একটা জায়গায় যাবে পিকনিক করতে। কি অজুহাতে তারা যাবে তাও ঠিক করে ফেলে।

দীপকের গাড়ীতে করে রাখী নন্দিতা ও ইতু বেরিয়ে পড়ে সংগে তাদের আরও দু'জন আছে অতীশ আর সোমনাথ। এদের দু'জনের সংগে গাড়ীতেই মেয়েদের আলাপ হয়।

পোষাকে পরিচ্ছদে প্রত্যেককেই মনে হয় যে উজ্জলতার ছাপ প্রত্যেকের মনে।

তিনটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে। সামনের সীটে বসেছে দীপক ইতু আর অতীশ, পিছনের সীটে রাখী, সোমনাথ, নন্দিতা। নানা রকমের হাসি তামাশার মধ্যে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অন্তরংগ হ'য়ে উঠে।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মণ্ডিত পিকনিকের জায়গাটি দেখে সকলেই উল্লসিত। মেয়েরা ছুটে গেলো নদীর দিকে, ছেলেরা গাড়ীর কাছে বসে গল্প করতে বসলো।

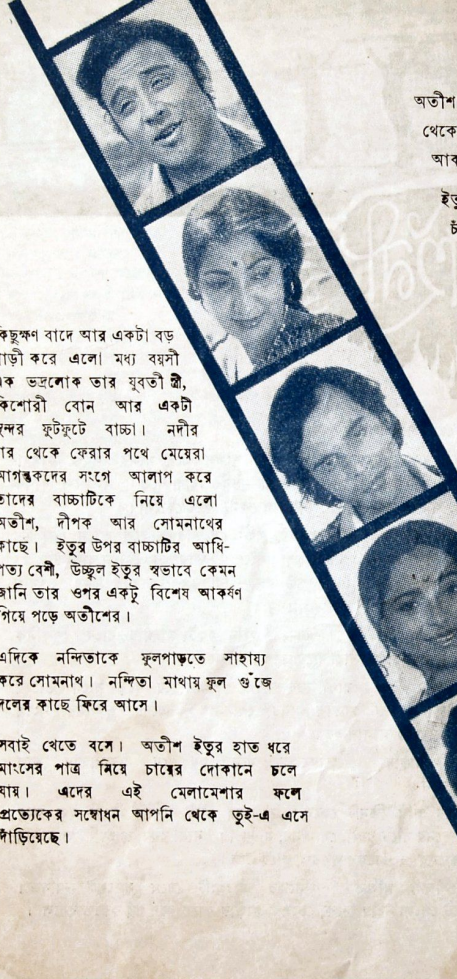

কিছুক্ষণ বাদে আর একটা বড় গাড়ী করে এলো মধ্য বয়সী এক ভদ্রলোক তার যুবতী স্ত্রী, কিশোরী বোন আর একটী সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা। নদীর ধার থেকে ফেরার পথে মেয়েরা আগন্তুকদের সংগে আলাপ করে তাদের বাচ্চাটিকে নিয়ে এলো অতীশ, দীপক আর সোমনাথের কাছে। ইতুর উপর বাচ্চাটির আধিপত্য বেশী, উচ্ছল ইতুর স্বভাবে কেমন জানি তার ওপর একটু বিশেষ আকর্ষণ গিয়ে পড়ে অতীশের।

এদিকে নন্দিতাকে ফুলপাড়তে সাহায্য করে সোমনাথ। নন্দিতা মাথায় ফুল গুঁজে দলের কাছে ফিরে আসে।

সবাই খেতে বসে। অতীশ ইতুর হাত ধরে মাংসের পাত্র নিয়ে চায়ের দোকানে চলে যায়। এদের এই মেলামেশার ফলে প্রত্যেকের সম্বোধন আপনি থেকে তুই-এ এসে দাঁড়িয়েছে।

অতীশ আর ইতুর ঘনিষ্ঠতা দেখে দীপক রাখীর সংগে অন্তরংগ হবার চেষ্টা করে। রাখী বাধা দিয়ে রাগ করে গাড়ী থেকে নেমে যায়। নন্দিতা আর সোমনাথ শান্ত ও ধীর। ওরা অন্যের অন্তরংগতা দেখেই সুখী। ওদের মনে প্রেমের আকর্ষণ আছে কিন্তু প্রকাশের দৃঢ়তা নেই। সন্ধ্যা হয়। আগন্তুকরা গাড়ী করে চলে গেল।

ইতুর মনে পড়ে বাড়ী ফেরার কথা। কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ দেখে সবাই হৈ চৈ সুরু করে দেয়। সবাই বলে চাঁদ দেখালো কে—ইরাণী আবার কে! ইতু নদীর জলে নেমে যায়। অতীশ বলে, তুই জলে ডুবে যা তোকে বাঁচানোর একটা স্কোপ দে।

এখন জোড়া জোড়া এখানে ওখানে বসে—রাখী দীপক, অতীশ ইতু আর সোমনাথ নন্দিতা।

কিন্তু বাড়ীতে ফিরতে হবে—ক্রমেই যে রাত্রি ঘনিয়ে আসছে। জীবনের চলার পথে কত বাধা। গাড়ীতে যখন স্টার্ট দিলে গেলো, গাড়ী তখন অচল। আপ্রাণ চেষ্টাতেও গাড়ী স্টার্ট নিলনা। মেকানিক খুঁজে আনতে গেলে একটু পরে মেকানিক এলো কিন্তু আজ আর সারানো যাবে না, কাল সকালে দেখা যাবে।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর দোষারোপ করে। মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার ধারে কলকাতা গামী কোন গাড়ীর চেষ্টায়। একটি ফিয়াট গাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল কিন্তু এই যুবকদের ছেড়ে দিজন যুবতী যেতে রাজী হোল না। সুতরাং সবাই ডাকবাংলোয় এসে হাজির হ'ল। এখানে এসে রাখী ও দীপকের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হ'ল। রাখী রেগে বাংলো থেকে বেরিয়ে গেলো।

এই দুর্ঘটনার পর প্রত্যেকেই বাড়ী ফেরার জন্য উগ্রীব। প্রেম ভালবাসা, সব মাথায় উঠেছে। এখন শুধু একমাত্র চিন্তা বাড়ী ফেরা।

কিন্তু কেমন করে তারা এই রাত্রেই বাড়ী ফিরবে। তাদের অভিভাবকদের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবে? সত্যি কি গাড়ী আর স্টার্ট নেবেনা?.....

সঙ্গীত

(১)

একদিন দল বেঁধে
কজনে মিলে
যায় ছুটে খুনীতে হারাতে
সেই পথ খুঁজে-সব ভয় মুছে
কেউতো জানেনা-মনেরই ঠিকানা

চায় যে ওরা প্রেমকে ধরে
চলতে এগিয়ে
কোন জীবনের স্বপ্ন এনে
মনকে দেখিয়ে

বন্ধ ঘরেতেই বন্দী হলে সেই
একি তো ভাবনা
কেউ তো জাননা—মনেরই ঠিকানা

কি হবে কার তাই নিয়ে আজ
ওরা যেন চঞ্চল
নিঃস্বতাতেই যন্ত্রনাতে
প্রেমটুকু সম্বল

সন্দেহে যে মন-সঙ্গীকে যখন
বুঝে ও তো বোঝে না ॥

(২)

কাশ্মীরে নয় শিলংয়ে ও নয়
আন্দামান কি রাঁচীতেও নয়
আরও যে সুন্দর আকাশ প্রান্তর
রয়েছে কাছে এইখানে এইমনে এইপ্রাণে
আরও নির্ভয় ;

যদি চাও জীবনে রাখবে না ঝঞ্ঝাট
সাড়া দাও এসেছে এক প্রেমের সম্রাট
এসোনা এগিয়ে পড়োনা পিছিয়ে
যে কোন খানে চুপিচুপি মুখোমুখি
কোন কিছু চাইলেই হয় ।

পেয়েছো ভগবানের এই আশীর্ব্বাদ
দিওনা সখীদের কাউকে এ সংবাদ

ইনিয়ে বিনিয়ে বাহানা বানিয়ে
কি হবে বল তাড়াতাড়ি এস কাছে
আরো কাছে
হোক অসময় ।

(৩)

মন মেতেছে মন ময়ূরীর কি খেলায়
নাম না জানা ফুল ফোটানোর এই বেলায় ।

কি জানি কার স্বপ্নে আমার
অন্তরে কে ডাকল আবার
পড়বে চলার চিহ্ন যে তার
আমারই পাশে ।

রইবে ঘাসে ঘাসে
যে জন ভালোবাসে
এমনি করেই আসে
প্রাণের মেলায় ।

আ-হা-রে ঐ মেঘের বাহার
উধাও পাখী মন আমার ।

কে অজানা কে অচেনা
আজ কিছুতেই যায়না চেনা
হয়ত এমন ভোর হবেনা

সে দিন আকাশে ।

ফুল যদি না হাসে
গন্ধ তারি ভাসে
ঝড় হয়ে আকাশে
সবই দোলায় ॥

(৪)

কেন সর্ব্বনাশের নেশা ধরিয়ে
তুমি এলে না যে
মরি লাজে
বুকে বাজে
মন লাগে না আর কোন কাজে
মরি লাজে ।

দিন এসে এসে
যায় ফিরে ফিরে
চোখ চেয়ে যে থাকে
মন সারা বেলা
সেই পথে পথে
কান পেতে রাখে ।

সব হারানোর পথে নেমেছি
পথ চাওয়া আজ সাজে ।

ঝড় উঠে উঠে যায়
থেমে থেমে
কেউ দেখে না তাকে
বোঝ না তুমি
মন কেঁপে ওঠে
তোমারি কি ডাকে ।

ভুল ভাঙ্গাতে এলে না কেন
এই যে ভুলের মাঝে ॥

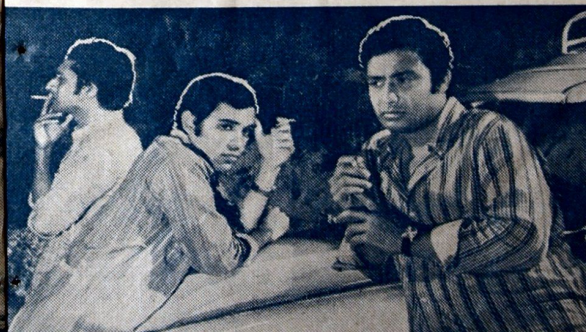

আমাদের পরিবেশনায়

পরবর্তী আকর্ষণ !

সীমা ফিল্মস্ ৩, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা-১৩ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ কর্তৃক মুদ্রিত।